‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়’ (বুখারী)

আরবী ক্বায়েদা

১ম ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরবী ক্বায়েদা

১ম ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৪
আরবী ক্বায়েদা	
সবক-১ : আরবী বর্ণমালা	৫
সবক-২ : আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি	৭
সবক-৩ : মাখরাজ সমূহ	৮
সবক-৪ : হরকত	১১
সবক-৫ : তানভীন	১৩
সবক-৬ : সুকূন	১৫
সবক-৭ : তাশদীদ	১৭
সবক-৮ : মাদ্দ	১৭
সবক-৯ : নূন সাকিন ও তানভীন পাঠের নিয়ম	১৯
সবক-১০ : গুন্নাহ	২১
যরূরী জ্ঞাতব্য সমূহ	
১. চারটি কালেমা	২২
২. আক্বীদা : ঈমানে মুজমাল	২৩
৩. ঈমানে মুফাছছাল, যার স্তম্ভ ৬টি	২৩
৪. আল্লাহ্র পরিচয়	২৪
৫. হযরত মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর পরিচয়	২৪
৬. কুরআন ও হাদীছ	২৪
৭. নুযূলে কুরআন	২৫
৮. ইসলামের পরিচয়	২৫
৯. ইসলামের ৫টি স্তম্ভ	২৫
১০. চারজন শ্রেষ্ঠ রাসূল ও তাঁদের প্রাপ্ত কিতাব সমূহের নাম	২৫
১১. জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয়	২৫
১২. আমপারা অংশ	২৬
১৩. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম	২৮
১৪. উপদেশমালা	৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

দেরীতে হ'লেও **'আরবী ক্বায়েদা'** নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। *আলহামদুলিল্লাহ*। আরবী পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মা। আরবী আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা। আরবী জান্নাতের ভাষা, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ভাষা। আরবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাতৃভাষা। আরবী না জানলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আরবী ভাষা শেখার আগে তার হরফ ও হরকত সমূহের উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্বায়েদা বা পদ্ধতি সমূহ জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নইলে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ হয় এবং তাতে কঠিন গুনাহের আশংকা থাকে। সে কারণ **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আশা করি বাজারে প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহের সাথে অত্র ক্বায়েদার অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ সুধী পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন।

নতুন সংস্করণে বইটি ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়াও এই সঙ্গে 'তাজবীদ শিক্ষা' নামে পৃথক আরেকটি বই প্রকাশিত হ'ল। অত্র বই সমূহে কোন ছবি ব্যবহার করা হয়নি। কেননা শিশু মনে কেবল আরবী বর্ণমালা রেখাপাত করুক, এটাই আমাদের কাম্য।

অত্র 'আরবী ক্বায়েদা' 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধীন মক্তব ও মাদরাসা সমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ইসলামী শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

আরবী ক্বায়েদা

[শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের নখ-চুল-দাঁতসহ পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করবেন।]

সবক-১

আরবী বর্ণমালা : আরবী বর্ণমালা ২৯টি। হরফের ডানে এক দাগে এক আলিফ ও তিন দাগে তিন আলিফ টেনে পড়বে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রতিটি হরফ অন্ততঃ ১০ বার করে মাশ্‌ক্ব করাবেন। যাতে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ সঠিক ও সুন্দর হয়। উল্লেখ্য যে, ফারসী বা উর্দূ বর্ণমালায় বে, তে, ছে বলা হয়। কিন্তু আরবী বর্ণমালায় বা, তা, ছা বলা হয়ে থাকে।

د দা---ল دَاْلْ	خ খ- خَا	ح হা- হায়ে হুত্ত্বি حَا	ج জী---ম جِيْمْ	ث ছা- ثَا	ت তা- تَا	ب বা- بَا	ا আলিফ اَلِفْ
ط ত্ব- طَا	ض য---দ ضَاْدْ	ص ছ---দ صَاْدْ	ش শী---ন شِيْنْ	س সী---ন سِيْنْ	ز ঝা- زَا	ر র- رَا	ذ যা---ল ذَاْلْ
م মী---ম مِيْمْ	ل লা---ম لَاْمْ	ك ছোট কা---ফ كَاْفْ	ق বড় ক্ব---ফ قَاْفْ	ف ফা- فَا	غ গঈ---ন غَيْنْ	ع ‘আঈ---ন عَيْنْ	ظ য- ظَا

		ي ইয়া- মা'রূফ ے ইয়া- মাজহূল, يَا	ء হামযাহ هَمْزَةٌ	ه ھ ہ হা- হায়ে হাউয়ায هَا	و ওয়া---ও وَاوْ	ن নূ---ন نُوْنْ

পড়ার নিয়ম : আলিফ খালি বা-এর নীচে এক নুকতা, তা-এর উপর দু'নুকতা, ছা-এর উপর তিন নুকতা, জীমের নীচে এক নুকতা, হা খালি খ-এর উপর এক নুকতা, দাল খালি যাল-এর উপর এক নুকতা, র- খালি ঝা-এর উপর এক নুকতা, সীন খালি শীন-এর উপর তিন নুকতা, ছ-দ খালি য-দ-এর উপর এক নুকতা, ত্ব- খালি য-এর উপর এক নুকতা, 'আঈন খালি গঈন-এর উপর এক নুকতা, ফা-এর উপর এক নুকতা, বড় ক্ব-ফ-এর উপর দু'নুকতা, ছোট কাফ, লাম ও মীম খালি নূন-এর উপর এক নুকতা, ওয়াও, হা ও হামযা খালি ইয়া-র নীচে দু'নুকতা।

অনুশীলনী :

ب ج ت د ز ش ط خ ق ح

ء س ر ظ ل و ف ص ك ن

ي هـ ض ث ا ذ ع م غ ه

মাশ্ক্ব :

আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ শিখানোর সময় শিক্ষার্থীকে দরায গলায় কমপক্ষে ১০ বার করে প্রতিটি হরফ নিম্নোক্ত নিয়মে মাশ্ক্ব করাবেন।-

(১) আলিফ (ا) ও হামযায় (ء) কোন টান হবে না।

(২) ১২টি হরফের উচ্চারণে এক আলিফ টান হবে।- ب ت ث ح خ ر ز ط ظ ف ه ي যেমন বা-, তা-, ছা-, হা- ইত্যাদি। এক আলিফ সমান একটি স্বাভাবিক শ্বাস।

(৩) ১৫টি হরফের উচ্চারণে তিন আলিফ টান হবে। ج د ذ س ش ص ض ع غ ق ك ل م ن و যেমন জী---ম, দা---ল, যা---ল ইত্যাদি।

সবক-২

ক্বাওয়ায়েদুল হুরূফ বা আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি :

আরবী শব্দের ভিত্তি হ'ল ৫টি : হরফ, হরকত, তানভীন, সুকূন ও তাশদীদ। এছাড়াও রয়েছে মাদ্দ। যেগুলি উচ্চারণের ক্বায়েদা বা নিয়ম সমূহ না জানলে আরবী ভাষা শিক্ষা সম্ভব নয়। সেকারণ আরবী বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিক ও উত্তমভাবে জানার জন্য তাজবীদ শিক্ষা প্রয়োজন।

তাজবীদের ছন্দ (এটি শিক্ষার্থীদের সমস্বরে ভালভাবে মুখস্থ করাবেন)।-

(১) পাঁচটি বিষয় জেনে নিলে কুরআন পড়া সহজ হয়
হরফ, হরকত, তানভীন, সুকূন, তাশদীদ যাকে বলা হয়।
উপুড় পিঠে তিনমুখ বা ফাঁকা পেট গোলাকার
সূঁচের ন্যায় তিনটি মাথা যেন করাতের ধার
প্রথমটিকে 'সুকূন' বলে কেউ বলেন 'জযম' (ـْ ـٰ)
শেষেরটিকে 'তাশদীদ' বলে আল্লাহ করুন রহম। (ـّ)
ছোট্ট দাগের যবর ও যের উপরে নীচে থাকে (ـِ ـَ)
মাথা মোটা পেশ বাবু উপরে বসেন জেঁকে। (ـُ)
দুই যবর, যের ও পেশ-কে 'তানভীন' বলা হয় (ـٌ ـٍ ـً)
নূন সাকিন এদের মাঝে লুকিয়ে যে রয়।
আরবীতে 'হরফ' বলে বাংলাতে 'বর্ণ' কয়
আরবী ভাষায় বর্ণমালা ঊনত্রিশটিতে হয়।

....

(২) ওয়াও, আলিফ, ইয়া-কে 'মাদ্দের হরফ' বলে (و ا ي)
এক আলিফ টেনে পড় অন্যের সাথে পেলে।
(৩) আলিফ খালি ডাইনে যবর ইয়া সাকিন ডাইনে যের
ওয়াও সাকিন ডাইনে পেশ আর খাড়া যবর খাড়া যের (بَا بُوْ بِيْ ـٰ ـٖ)
আর যদি উল্টা পেশ কোথাও দেখতে পাও (ـٗ)
নিশ্চিন্তে এক আলিফ টেনে পড়ে যাও।
(৪) একই শব্দে মাদ্দের পরে হামযাহ পাওয়া গেলে
চার আলিফ টেনো তথায় 'মাদ্দে মুত্তাছিল' জেনে। (يَشَآءُ)
(৫) প্রথম শব্দের শেষ হরফ মাদ্দযুক্ত হলে
আর পরের শব্দের শুরুতে হামযাহ যদি মেলে,
তিন আলিফ টানবে তখন 'মাদ্দে মুনফাছিল' জেনে। (اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ)

(৬) আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণ বাংলায় সম্ভব নয়
তাই পড়ার সময় মাখরাজের খেয়াল রাখা চাই।
সঠিক উচ্চারণ না হ’লে অর্থ পাল্টে যায়
তাতে জেনো পাঠকের কঠিন গোনাহ হয়।

(৭) আরবী ভাষা শিখবো মোরা জান্নাত পাবার তরে।
আল্লাহ তুমি দয়া কর বান্দার উপরে।

[বিঃ দ্রঃ আলিফ হরফটি সাকিন বা হরকতযুক্ত হ’লে তা হামযায় পরিণত হয়।]

সবক-৩

মাখরাজ সমূহ :

‘মাখরাজ’ অর্থ উচ্চারণস্থল। আরবী হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ‘মাখরাজ’ জানা আবশ্যক। হরফগুলি মুখ গহ্বরের ৫টি স্থান হ’তে বের হয় : কণ্ঠনালী, জিহ্বা, ঠোঁট, মুখ গহ্বর ও নাকের বাঁশি। সঠিক উচ্চারণ না হ’লে ক্বিরাআত সঠিক হয় না। আরবী বর্ণমালার মাখরাজ প্রসিদ্ধ মতে ১৭টি। যথা-

(১) و ا ي (ওয়াও, আলিফ, ইয়া) এ তিনটি হরফ মুখ গহ্বর হ’তে বাতাসের সাথে উচ্চারিত হয়। এগুলিকে ‘মাদ্দের হরফ’ বলে। যা অন্য হরফের সাথে মিললে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

যেমন بَا بُوْ بِيْ। উদাহরণ সমূহ :

عَلِيْمٌ	زِيْنَةٌ	دِيْنٌ	رَا	وَاقِعٌ	اٰتَيْنَا	فَعَلُوْا	رَسُوْلٌ	نُوْرٌ

(২) ء ه (হামযাহ, হায়ে হাউয়ায) বর্ণ দু’টি হাল্ক্ব বা কণ্ঠনালীর শুরু থেকে উচ্চারিত হয়।

যেমন- اَ اِ اُ؛ هَ هِ هُ- اَهْ اِهْ اُهْ

উদাহরণ সমূহ :	وُجُوْهٌ	اِهْدِنَا	فَاَلْهَمَهَا	مَوْطِئًا	بِئْسَ	اَرَءَيْتَ

(৩) ع ح (‘আঈন, হায়ে হুত্ত্বি) বর্ণ দু’টি হাল্ক্ব-এর মধ্যস্থল হ’তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

عَ عِ عُ- اَعْ اِعْ اُعْ؛ حَ حِ حُ- اَحْ اِحْ اُحْ-

উদাহরণ সমূহ :	قَرْحٌ	يَحْسَبُ	حَسِبَ	وَاسِعٌ	يَعْمَلُ	عَمِلَ

(৪) غ خ (গঈন, খ) বর্ণ দু’টি হাল্ক্ব-এর শেষভাগ হ’তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

غَ غِ غُ- اَغْ اِغْ اُغْ؛ خَ خِ خُ- اَخْ اِخْ اُخْ-

উদাহরণ সমূহ :	طَبْخٌ	يَخْلُفُ	خَلَفَ	زَيْغٌ	يَغْلِبُ	غَلَبَ

(৫) ق (বড় ক্ব-ফ) বর্ণটি জিহ্বা মূল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে কাক-এর আওয়াযের ন্যায় মোটা শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- قَ قِ قُ- اَقْ اِقْ اُقْ- بَقْ بِقْ بُقْ

উদাহরণ সমূহ :	فَرْقٌ	اِقْرَأْ	قَالَ

(৬) ك (ছোট কাফ) বর্ণটি জিহ্বা মূলের একটু পরে ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে চিকন শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- كَ كِ كُ- اَكْ اِكْ اُكْ- بَكْ بِكْ بُكْ

উদাহরণ সমূহ :	نُسُكٍ	يَكْتُبُ	كَتَبَ

(৭) ج ش ي (জীম, শীন, হরকতযুক্ত ইয়া) এই তিনটি বর্ণ জিহ্বার মধ্যস্থল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- جَ جِ جُ- اَجْ اِجْ اُجْ؛ شَ شِ شُ- اَشْ اِشْ اُشْ؛ يَ يِ يُ- اَيْ اِيْ اُيْ উদাহরণ সমূহ :

حَيٌّ	بَيْنَ	يَكُوْنُ	فِرَاشٌ	يَشْرَكُ	شَرِكَ	حَرَجٌ	يَجْعَلُ	جَعَلَ

(৮) ض (য-দ) বর্ণটি জিহ্বার গোড়ার কিনারা ও ঐ বরাবর উপরের দন্তমাড়ির সাথে লাগিয়ে কষ্টকরভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- ضَ ضِ ضُ- اَضْ اِضْ اُضْ- بَضْ بِضْ بُضْ

উদাহরণ সমূহ :	مَرَضٌ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ

(৯) ل (লাম) বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।

যেমন- لَ لِ لُ- اَلْ اِلْ اُلْ- بَلْ بِلْ بُلْ

উদাহরণ সমূহ :	فَاعِلٌ	يَلْبَثُ	لَبِثَ

(১০) ن (নূন) বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে ‘নাকি’ সুরে উচ্চারিত হয়।

যেমন- نَ نِ نُ- اَنْ اِنْ اُنْ- بَنْ بِنْ بُنْ

উদাহরণ সমূহ :	حَسَنٌ	اَنْعَمْتَ	نَفْسٌ

(১১) ر (র-) বর্ণটি জিহ্বার ডগা ও ঐ বরাবর উপরের দন্ততালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।
যেমন- رَ رِ رُ- اَرْ اِرْ اُرْ- بَرْ بِرْ بُرْ

উদাহরণ সমূহ :	طَهُوْرٌ	اَرْضٌ	رَحْمَةٌ

(১২) ت د ط (ত্ব-, দাল, তা) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- طَ طِ طُ- اَطْ اِطْ اُطْ؛ دَ دِ دُ- اَدْ اِدْ اُدْ؛ تَ تِ تُ- اَتْ اِتْ اُتْ
উদাহরণ সমূহ :

مَوْتًا	تَتْلُوْ	تَبِعَ	عَبْدًا	زِدْنِيْ	دَخَلَ	فُرُطًا	اَطْهَرُ	طَيْرًا

(১৩) ث ذ ظ (য-, যাল, ছা) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়।

যেমন- ظَ ظِ ظُ- اَظْ اِظْ اُظْ؛ ذَ ذِ ذُ- اَذْ اِذْ اُذْ؛ ثَ ثِ ثُ- اَثْ اِثْ اُثْ উদাহরণ সমূহ :

غَيْثًا	اَثْمَرَ	ثِيَابٌ	لِوَاذًا	بِاِذْنِهٖ	ذَهَبَ	فَظًّا	نَظْرَةٌ	ظَهَرَ

(১৪) ص ز س (ছ-দ, ঝা, সীন) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ, নীচের সম্মুখ দাঁতের কিনারা এবং উপরের দন্ততালু মিলিয়ে শব্দ করে উচ্চারিত হয়। যেমন- صَ صِ صُ- اَصْ اِصْ اُصْ؛ زَ زِ زُ- اَزْ اِزْ اُزْ؛ سَ سِ سُ- اَسْ اِسْ اُسْ উদাহরণ সমূহ :

فَرَسٌ	يَسْرِقُ	سَرَقَ	فَوْزٌ	يَزْرَعُ	زَرَعَ	نَقْصٌ	يَصْبِرُ	صَبَرَ

(১৫) ف (ফা) বর্ণটি নীচের ঠোঁটের মধ্যস্থল ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগ মিলিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- فَ فِ فُ- اَفْ اِفْ اُفْ- بَفْ بِفْ بُفْ

উদাহরণ সমূহ :	ضَيْفٌ	يَفْتَحُ	فَتَحَ